অর্থাৎ সেরা পাড়া! তারপর ব্রাহ্মণপ্রবর, হঠাৎ পদধূলি দানের অর্থ কি!

মধু। (হাসিয়া) অর্থের সন্ধানেই বেরিয়েছি—I must have some money. শুনলাম তুমি এসেছ, তাই তোমার কাছে এলাম।

ভূদেব বিস্মিত হইয়া মধুর পানে চাহিয়া রহিলেন।

ভোলানাথ। হঠাৎ টাকার কি দরকার পড়ল এখন?

মধু। আমার স্ত্রী সপুত্রকন্যা হঠাৎ এসে হাজির হয়েছে ভাই, কোন খবর না দিয়ে। মহা মুস্কিল!

ভোলানাথ। তাই না কি? এ রকম করবার মানে?

মধু। It is my fault—সময় মত টাকা পাঠাতে পারি নি! She has practically begged her way back—একথা কাউকে বলো না যেন। It will damage my prestige. ও দেশে টাকা না থাকলে একদিনও টেকা মুস্কিল!

ভোলানাথ। টাকা পাঠাও নি কেন তুমি?

মধু। For a very simple reason—ছিল না। I tried my utmost to borrow, but I failed. Even Vid failed me.

ভূদেব। সপরিবারে কি হোটেলেই থাকবে না কি?

মধু। সে ত অসম্ভব—it will go against my prestige. লাউডন ষ্ট্রীটে একটা বাড়ী দেখেছি—it is a palace-like building—I would like to settle there—৪০০৲ টাকা ভাড়া চায়—but still I must have it and fix it up immediately. টাকা দিতে পার কিছু?

ভোলানাথ। মধু, তুমি যদি এই rate-এ চল, কোথায় এর পরিণতি ভেবে দেখেছ?

মধু। (হাসিয়া) যে রেটেই চলি ভাই—I know I shall end in a grave. That is certain.

ভোলানাথ। এত টাকা কিসে তোমার লাগে—তাই আমি ভাবি। রোজগার করছ সব করছ, অথচ—still you are in want!

মধু। My dear Bholanath, please be convinced once for all. ভদ্রভাবে থাকতে গেলে অনেক টাকা লাগে। মানুষেরই টাকার প্রয়োজন—পশুর টাকার প্রয়োজন হয় না। Can you tell me why should one cringe and live shabbily? এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম সামান্য কেঁচোর মত কাটিয়ে যাওয়াতে কি বাহাদুরিটা আছে বলতে পারো আমায়? What right have I not to enjoy this wonderful gift of God—this life?

ভূদেব। মতে মিলছে না ভাই—my angle of vision is quite different.

মধু। I know—live according to your angle of vision by all means, but let me live according to mine.

ভোলানাথ। কিন্তু এমন ভাবে টাকা ধার ক'রে—

মধু। ধার করি—কারণ হাতে টাকা থাকে না। এই হতভাগা দেশে জন্মেছি বলেই হাতে টাকা থাকে না। In any civilized country a man of my abilities would have lived more decently.

ভূদেব। যাক্—ও সব অপ্রিয় আলোচনা থাক। We will never agree on this point.—আমাদের বাড়ীতে একদিন এসো।

মধু। নিশ্চয়ই যাব।

ভোলানাথ। এখন আমাকে কি করতে হবে বল!

মধু। ভাই, ওই বাড়ীটার একটা ব্যবস্থা করে দেবে চল।

ভোলানাথ। ওর চেয়ে শস্তা গোছের একটা কিছু দেখলে হত না!

মধু। (অধীর ভাবে) No, no, no—my dear. I must have that house. It will fit in with my prestige and suit me admirably.

ভোলানাথ। (নিরুপায় ভাবে) চল।

সকলে বাহির হইয়া গেলেন

ষোড়শ দৃশ্য

বেণিয়াপুকুর রোডে মধুসূদনের বাসা। ১৮৭৬ খৃঃ মার্চ্চ মাস। মধুসূদনের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। নানাবিধ ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত। অর্থাভাবে লাউডন ষ্ট্রীটের উদ্যান-বাটিকা পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইয়াছে। এখানেও যে ঘরটিতে মধুসূদন বসিয়া রহিয়াছেন তাহা সাহেবি ফ্যাসানে মূল্যবান আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। মূল্যবান সংস্করণের বহু গ্রন্থ শেলফে রহিয়াছে। ঘরখানির চতুর্দ্দিকে হোমার, দান্তে, ভাৰ্জিল, তাসো, শেক্স্পীয়র, মিলটন্ প্রভৃতি মহাকবিগণের bust (কোনটা প্রস্তর নির্ম্মিত, কোনটা ধাতু নির্ম্মিত)। মধুসূদন সম্প্রতি ঢাকা হইতে ফিরিয়াছেন। একটি কুশন দেওয়া চেয়ারে তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। পাশেই একটি টেবিলে ব্রাণ্ডির বোতল। মধুসূদনের দৃষ্টি বহুদূরে নিবদ্ধ। পিছন দিকের একটি দ্বার দিয়া হেনরিয়েটা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহারও মুখশ্রী অবসন্ন—দৃষ্টি শঙ্কিত। তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া মধুসূদনের স্কন্ধে হাত রাখিলেন। মধুসূদন কোন সাড়াশব্দ দিলেন না—তেমনি নীরবে বসিয়া রহিলেন।

হেনরিয়েটা। এমন ভাবে চুপ ক'রে বসে আছ কেন? কি ভাবছ?

মধুসূদন কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উত্তর দিলেন। গলার স্বর বিকৃত।

মধু। কত কি ভাবছি! চোখের সামনে নানা ছবি আসছে আর যাচ্ছে। ঢাকার কথা মনে হচ্ছে—তারা আমার সায়েবি পোষাক দেখে দুঃখ করেছিল। ভাবছি, লোকে খোসাটাকে এত বড় করে দেখে কেন! (একটু থামিয়া) এঁরা দুঃখিত হলেন আমার পোষাক দেখে, আর বিলেতে গোল্‌ডষ্টুকারের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন আমি সংস্কৃতে কথা বলতে পারি না দেখে! Strange!

আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।
তাহার পর বলিলেন—

এলোমেলো—কত কথাই মনে হচ্ছে! মনে পড়ছে, পঞ্চকোটের সেই দিনগুলো—সেই কোল ভীল সাঁওতাল মেয়েদের কালো কালো দেহে নিটোল স্বাস্থ্য—মাথায় জবা-ফুল গোঁজা—মাদলের তালে তালে নৃত্য করছে! (একটু পরে) মনে পড়ছে, কানন-কুন্তলা সাগরদাঁড়িকে—সেই বিশাল বাদামগাছটা আমি যেন দেখতে পাচ্ছি! সেই বটগাছটাও—যার তলায় বসে ছেলেবেলায় রামায়ণ পড়তাম। বটগাছটা এখনও বেঁচে আছে—শ্যামল সতেজ তার পাতাগুলি প্রাণরসে টলমল করছে দেখে এলাম! সব ঠিক আছে—আমিই ফুরিয়ে গেলাম! Men end so quickly!

হেনরিয়েটা। ফুরিয়ে গেলে? Don't say that, dear.

মধু। ফুরিয়ে গেলাম হেন্‌রিয়েটা! Finished—every thing is finished! Why are you worrying, my dear? Nothing is permanent—everything will end sooner or later.

হেন্‌রিয়েটা। Don't talk of the end.

মধু। (হাসিয়া) Well, I won't.

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।